২৭-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই পড়াশোনার মান রাখতে হবে । যতই শরীর অসুস্থ হোক, মৃত্যুর দ্বারস্থ হয়েও ক্লাসে এসে বসো, বলা হয় জ্ঞান অমৃত মুখে নিয়ে প্রাণটা যেন বেরোয়"

প্রশ্নঃ- অনেক বাচ্চারা বাবার থেকে বিমুখ করে দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায় -- কখন ও কিভাবে ?

উত্তর :- যারা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য নিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং গুরুর নিন্দা করে, তাদের দেখে অনেকে বাবার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। আজ ভালো পড়াশোনা করে কিন্তু কালকে পড়া ছেড়ে দিলে তো আর অন্যদের বলতে পারবেনা যে তোমরা পড়াশোনা করো। এমন বাচ্চারা উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

গীত : - জলসাঘরে জ্বলে উঠলো ঝাড়বাতির শিখা, সেই আগুনে পুড়ে মরা পিপীলিকার লিখা ...

ওম্ শান্তি। গীতের অর্থ বাচ্চারা বুঝেছে --- যারা এই গীত তৈরি করেছে, তারা এই গীতের অর্থ জানেনা। দেখ কত বেদ, শাস্ত্র , উপনিষদ তৈরি করেছে , কিন্তু একজনও যথার্থ অর্থ জানেনা। যথার্থ অর্থ না জানার জন্যে সময় নষ্ট , অর্থ নষ্ট করে। বাবা বোঝান তোমরা অনেক অনেক মন্দির , বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি তৈরি করেছ। যজ্ঞ-জপ-তপ করেছ। কত টাকা পয়সা খরচ করেছ। বাবা এইসব কাদের বোঝান, যারা জীবিত থেকেও মৃত হয়ে বাবার আপন হয়। সুতরাং তোমরা বাবার আপন হয়েছ অর্থাৎ জীবিত থেকেও মৃতবৎ রয়েছ। তো এখন বাবার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। এমন নয় যে সেখানে তোমাদের জন্মদিন বা মৃত্যু দিবস পালন করা হবে। এখানে গান্ধীর কত ধুমধাম করে পালন হয়। এমন তো নয় শিববাবা জ্ঞান দিয়ে চলে যাবেন তারপরে তোমরা সত্যযুগে ওঁনার জন্মদিন পালন করবে, না। অর্ধকল্প যে শরীর ত্যাগ করবে তার বার্ষিকী শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই করা হবেনা। গো মাতা দান করা, পিতৃপুরুষদের ভোজন করানো ইত্যাদি করা হবেনা কারণ দান করা হয় অন্য জন্মে যাতে প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে তোমরা এই জন্মের প্রালব্ধ ভোগ কর । সুতরাং ভক্তি মার্গের নিয়ম এবং জ্ঞান মার্গের নিয়মে অনেক তফাৎ আছে। যারা বিশাল বুদ্ধি হয় তারা-ই এই কথা বুঝবে, যারা কল্প পূর্বে বিশাল বুদ্ধি হয়েছিল তারা-ই এখন হবে কারণ পুনরায় সেই পার্ট প্লে করতে হবে।

গান শুনেছ 'চারিদিকে পরিক্রমা করে .... তবুও আমরা রয়েছি দূরে' ... বাবা বলেন তোমরা ভক্তিমার্গে কত মাথা ঘামিয়েছ তবুও আমার সঙ্গে দেখা হয়নি যখন আমি আসব তখনই তো দেখা হবে আমি আসি-ই কল্প কল্পের সঙ্গমযুগে। লোকেরা বলে দেয় পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন। তারপর বলে পরমাত্মার ২৪টি অবতার আছে। তো এইসব ভুল কিনা। আমায় আহ্বান করে পতিত পাবন এসো , এসে আমাদের পবিত্র করো। সুতরাং এখন তোমাদের যুদ্ধ হল মায়া রাবণের সঙ্গে। তোমাদের কোনো স্থূল রূপে যুদ্ধ হয়না। তোমরা রাবণকে পরাজিত করো। তার মধ্যেও মুখ্য যোদ্ধা কে ? কাম বিকার। তো এই বিকারকে পরাজিত করতে হবে অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। যখন নিজে পবিত্র হও তো বাচ্চাদেরও পবিত্র করতে হবে, যাতে তারাও বিশ্বের মালিক হতে পারে। তোমরা এখন তাদের সম্পত্তির অধিকার রূপে কি দেবে ? কাঁকর পাথর দেবে। আচ্ছা দেখো -- আমেরিকা কি ? কাঁকর পাথর ময় কারণ সবই তো শেষ হবে এখন। তখন দেখবে কিভাবে মরবে ? যেমন পাহাড়ের

বরফের ঝড় উঠলে সমস্ত পাখি মরে যায়। ঠিক সেইরকম এই বোমার ঝড় উঠবে। মশার মতন মরবে। তোমরা জানো যে আমরা দেখব কিভাবে সবাই মরবে। যুদ্ধে দেখ কিভাবে মরে যায়। এখানে সবার সামনে মৃত্যু উপস্থিত । সত্যযুগে মৃত্যুর ভয় নেই কারণ সেখানে অকালে মৃত্যু হয়না। সুতরাং বাবা এমন দুনিয়ায় নিয়ে যান আমাদের। তাই এমন বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। ইনি হলেন সুপ্রিম টিচার , তাই বাচ্চাদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মান দেওয়া উচিত। অনেকেই আছে যাদের পড়াশোনার মন নেই। যদি কেউ খুব অসুস্থ থাকে, মৃত্যু শয্যায় থাকে, তাকেও ক্লাসে আনা উচিত। বলে হয় জ্ঞান অমৃত মুখে যেন থাকে , গঙ্গার ঘাট যেন থাকে .... তখন যেন দেহ থেকে প্রাণ বেরোয়। অর্থাৎ পড়াশোনার কতখানি মান থাকা উচিত। যদি নিরুপায় অবস্থায় ক্লাসে যাওয়া সম্ভব না হয়, তখন বাড়িতে রেখে তাদের শিববাবার স্মরণ করানো উচিত। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি বাচ্চাদের সম্পুর্ণ মন নেই। বাবা বলেন রেজিস্টার নিয়ে এসো তাহলেই জানা যাবে কে কতখানি পড়াশোনা করছে, আর বাবা জিজ্ঞাসাও করেন যে নিজে পড় এবং অন্যদেরও পড়াও কি ? কারণ এই পেশাতেই উপার্জন আছে। বাকি সব পেশা হল ধূলো। ওই ব্রাহ্মণদের কাছে আছে মিথ্যা , তোমাদের কাছে আছে সত্য। তোমরা সত্যখণ্ডের স্থাপনা করছ। তোমাদের উপরে অনেক দায়িত্ব আছে, তাই সাবধান হয়ে চলতে হবে। পরিশ্রম আছে, পড়তে হবে পড়াতে হবে। এমন নয় শুধুই পড়তে হবে। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের, ৮ ঘন্টা কাজকর্ম অবশ্যই করো । গভর্নমেন্টের নিয়ম হল যে ৮ ঘন্টা কাজ করবে। আগেকার সময়ে যখন স্টীমার আসতো তখন সারা রাত দোকান খুলে বসে কাজ করা হত। তোমাদেরও ঘর সংসারের কাজ থেকে সময় বের করে এই সার্ভিসে যুক্ত হওয়া উচিত। সার্ভিস করা সরকার নিজেই শেখায়। খাওয়া দাওয়া করায় তাই তাদের সার্ভিসও করতে হয়। এখানেও তোমাদের বাবা শেখান তাই তোমাদের অন গডলী সেবা করতে হবে। শুধু সার্ভিস নয়। শুধু সার্ভিস করা মানে নিজের বুদ্ধির , নিজেকে পবিত্র করা। কিন্তু আমাদের তো ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে। সুতরাং তোমাদের উপরে অনেক দায়িত্ব আছে। যেমন ওই সৈন্য বাহিনীর উপরে দায়িত্ব থাকে। চিফ কমান্ডার , ক্যাপ্টেন ইত্যাদির উপরে অনেক দায়িত্ব থাকে । এখানেও এমন আছে। যে সব ভালো বাচ্চারা সেন্টার খোলে তারা হল কমান্ডার। ফলে তাদের উপরে দায়িত্ব থাকে। তাই এইটি সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা সার্ভিসের বদলে কোথাও ডিস সার্ভিস করছিনা তো । অনেক বাচ্চারা ভাই বোনদের উপরে রাগ অভিমান করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এ কথা বোঝেনা যে পড়াশোনা ছেড়ে দিলে গুরুর নিন্দা হয় আর গুরুর নিন্দাকারী কোথাও স্থান পায়না অর্থাৎ সত্যযুগে উঁচু পদের অধিকারী হতে পারেনা। এখানে বাবা বাচ্চাদের রেজিস্টার দেখেন , তা দেখেই বুঝে যান। যেমন স্কুলে পিতা , টিচার রেজিস্টার দেখে সবকিছু বোঝেন এই বাচ্চাটি কতখানি পড়াশোনা করে ! অনেক বাচ্চারা সারাদিন খেলা করে আর ছুটির সময় হলে বাড়ি ফিরে আসে যে আমরা পড়ে ফিরছি। কিছু বাচ্চাদের মা বাবা রেজিস্টার দেখেনা , ফলে তারা জানতেও পারেনা। যাদের মা বাবা খেয়াল রাখে তাদের বাচ্চারা ভালো পড়াশোনা করে। এখানে শিববাবা হলেন অন্তর্যামী। সাকারকে রেজিস্টার দেখাতে হয়। বাচ্চারা বলে বাবা এমন ঝড় আসে । বাবা বলেন যে এমন ঝড় তো আসবেই। এই সব ঝড় ঝঞ্ঝা সবচেয়ে প্রথমে আমার কাছে আসে কারণ এই সবের অনুভবী না হলে বাচ্চাদের বোঝাবেন কিভাবে। আচ্ছা, মায়া তোমাদের সারা রাত বিরক্ত করেছে, ঘুমোতে দেয়নি, সময় নষ্ট করিয়েছে ! এটাই তার কর্তব্য , নিশ্চয়ই সামনে আসবে। বাকি তোমাদের কাজ হল বাবাকে এতটাই স্মরণ করে মায়াকে দূর করা। অনেক বাচ্চারা আছে যারা মায়ার একটু ঝড়েই চলে যায় , যেমন বৈদ্যরা বলে এই ঔষধে রোগ বাড়বে। কিন্তু অনেকে আছে যারা রোগ একটু বাড়লেই অন্য বৈদ্যের কাছে চিকিৎসা করাতে চলে যায়। এখানেও সেরকমই

আছে। জ্ঞান ছেড়ে সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে চলে যায়। তারপরে বলে সবাই বলে গৃহস্থে থাকো , বিবাহ ইত্যাদি করো। আপনি বলছেন বিবাহ করে পবিত্র থাকো। এই আবার কি রকম বিপদ ! আরে তোমরা যে বলো গৃহস্থে থেকে জনক রাজার মতন জীবনমুক্তি চাই , তবে তো প্রবৃত্তিতে পবিত্র থাকতে হবে। অনেকে বলে কথাটা তো ঠিক। তবে , লক্ষ্য অনেক উঁচুতে আছে। এরকম বলে ভয়ে পেয়ে যায়। উঁচুতে তো যেতেই হবে তাইনা। দিলওয়ারা মন্দিরও আছে যে নীচে তপস্যারত , উপরে প্রালব্ধ স্বর্গ লাভ। তাহলে লক্ষ্য তো উঁচু হলই। বলা হয় না যে --- চড়লে চাখবে প্রেম রস .. অর্থাৎ বৈকুন্ঠ রস , পড়লেই ধূলিসাৎ , তাই খুব সাবধানে চলতে হয়। ভয় পেতে নেই।

বলে থাকে এই হল গীতার অথোরিটি। আজকাল অনেক গীতা আছে। টেগোর গীতা, গান্ধী গীতা ইত্যাদি ... আজকাল যারা পরিবারের প্রতি রুষ্ট হয় তারা গীতার অর্থ বদলে নিজের নাম লিখে দেয়। একটি গীতায় লেখা যে বেগুন খেলে এমন হয় , ঢেঁড়স খেলে অমন হয় ... এই বাবাও রোজ গীতা পাঠ করতেন। যেখানে যেতেন , রাজাদের কাছে গিয়েও গীতা পাঠ করতেন। মানুষ ভাবে ভক্তরা ঠগ হয়না। কিন্তু ভক্তরা যত ঠগ হয় তত আর কেউ হয় না । তাই বাবা বলেন --- পড়াশোনা ছাড়বেনা। নাহলে মায়া অজগর গ্রাস করবে তারপর আফসোস হবে। যখন ধর্মরাজপুরীতে এক এক জন্মের সাক্ষাৎকার করিয়ে দন্ড ভোগ করানো হয় সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোরোনা। মুক্তি ও জীবনমুক্তিকে তো কোনো মানুষ জানেইনা কারণ তারা ভাবে যে সুখ হল কাক বিষ্ঠা সম । ফলে ভাবে যে স্বর্গের সুখও এমনই হবে কারণ তারা শুনেছে যে ত্রেতাযুগে সীতা হরণ হয়েছিল - সেও তো দুঃখই হল। এখন তোমরা জানো যে স্বর্গে এমন কথা হয়না। এইসব ভারতেরই কাহিনী। বাকি অন্য ধর্মের সব হল এই ড্রামার বাইপ্লট। ভারতবাসীদেরই ৮৪ জন্ম হয় অন্য ধর্মের লোকেরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেনা। বলে আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ... এখন এই অর্থটি কেউ জানেনা। গাইতেই থাকে , জানে কিছুই না। এই ব্রহ্মাও বেগার ছিলেন কিনা , ইনিও অনেক গুরু করেছিলেন। কিন্তু সব ঠগ। তাইতো বাবা বলেন সর্ব ধর্মানি পরিত্যাজ্য .... তারা এর অর্থ থোড়াই জানে। যতই গীতা পড়ে কিন্তু যেন জঙ্গলের তোতা পাখি। তোমরা কন্ঠী রূপে বিজয় মালায় গাঁথা হয়ে যাও। দুনিয়ার লোকেরা এইসব কথা কি জানে। তাদের তোমরা লিটারেচার দিলে তারা ফেলে দেয়। তারা কি জানে জ্ঞান রত্ন কি । তোমরা বাচ্চারা যারা কল্প পূর্বে দেবতা ধর্মের ছিলে, এখন তারা-ই ব্রাহ্মণ হয়েছ। যারা এখন দেবতায় পরিণত হবে তারা-ই কল্প কল্প নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে দেবতা স্বরূপ ধারণ করবে , অন্যরা দেবতা হতে পারবেনা। এই তো স্যাপলিং লাগছে। ওই গভর্নমেন্ট তো কাঁটার স্যাপলিং লাগায়। এখানে পাণ্ডব গভর্নমেন্ট দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগায়। কতখানি তফাৎ। যখন দেবতা ধর্মের স্যাপলিং পূর্ণ হবে তখনই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। তাহলে বিনাশের আগাম সূচনা তোমরা দেখছ যে কিভাবে যাদব ও কৌরবদের যুদ্ধ লাগবে , ড্রামানুযায়ী , নাথিং নিউ । কোনো নতুন কথা নয়। নাহলে কেন বলা হয়েছে রক্তের নদী বইবে। কোনো হিন্দু নিজেদের মধ্যে থোড়াই লড়াই করবে । এই যুদ্ধটি হয় যাদব ও কৌরবদের আর আমরাও এখন এই যুদ্ধে উপস্থিত আছি। উই আর এট ওয়ার । যেমন সেখানে কমান্ডার দেখে যুদ্ধ ঠিক ভাবে চলছে কিনা । কোনো ট্রেটর তো নেই ! ট্রেটরদের কঠিন সাজা দেওয়া হয়। সেরকম এখানেও আছে। যদি কেউ বাবার আপন হয়ে ট্রেটর হয় তবে ধর্মরাজ পুরীতে কঠিন সাজা ভোগ করতে হয়। বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছে। যখন কাশী কলবট খায় , বলি দেয় নিজেকে সেই সময়ে অনেক জন্মের পাপের সাজা ভোগ করে। পরের জন্মে নতুন করে কর্ম শুরু করে। মুক্তিতে তো কারো যাওয়া হয়না। বলে অমুক নির্বাণে গেছে। কিন্তু কেউ যায়না। বাবাকে আহ্বান করে --

- পতিত পাবন এসো। সকলের সদগতি দাতা হলেন একজন-ই । এইসব তো বোঝার বিষয় । বাবা এসে অনেককে গতি সদগতি দিয়ে যান। পরমাত্মা আদেশ জারি করেছেন যে পবিত্র হও। বলে দুনিয়াটা কিভাবে চলবে। আরে তোমরা বলো খাদ্য বস্তু নেই , প্রজা কম হওয়া উচিত তবুও বলো যে দুনিয়া কিভাবে চলবে ! বাচ্চারা তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ঘরের কাজ করতে করতে রুহানী সেবা করার সময় বের করতে হবে। নিজেকে সার্ভিস বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভাবতে হবে। ডিস সার্ভিস করা চলবেনা।

২) যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন স্বয়ং সুপ্রিম টিচার তাই এই পড়াশোনার খুব মান রাখতে হবে। কোনোরকম পরিস্থিতিতে পড়া মিস করা চলবেনা।

বরদান :- সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির নির্মাণকারী অষ্ট শক্তি সম্পন্ন ভব ।

ব্যাখা: যে বাচ্চারা অষ্ট শক্তিতে সম্পন্ন হয় তারা প্রতিটি কর্মে সময় অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী , প্রতিটি শক্তিকে কাজে লাগায়। এই অষ্ট শক্তি তাদের ইষ্ট ও অষ্ট রত্নে পরিণত করে। এমন অষ্ট শক্তি সম্পন্ন আত্মারা যেমন সময় , যেমন পরিস্থিতি তেমনই স্থিতির নির্মাণ খুব সহজেই করে নেয়। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে সফলতা নিহিত থাকে। কোনোরকম পরিস্থিতি তাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতি থেকে নীচে নামাতে পারেনা।

শ্লোগান - " যে কর্ম আমরা করব আমাদের দেখে অন্যরা করবে" -- এই শ্লোগান সদা স্মৃতিতে থাকলে সকল কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে ।